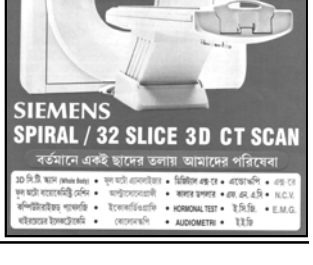

গোপনে অর্ধনগ্ন ছবি তুলে ব্ল্যাকমেল, গ্রেফতার যুবক

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া ঃ গোপনে এক কলেজ ছাত্রীর নদীতে স্নান করার সময় অর্ধনগ্ন ছবি তুলে মোবাইলে কুপ্রস্তাব দেওয়া এবং তাতে ছাত্রী রাজি না হওয়ায় তার বাবার কাছে এক লক্ষ টাকা দাবি করে ব্ল্যাকমেল করার অভিযোগে ইন্দপুর থানার পুলিশ শনিবার এক যুবককে গ্রেপ্তার করে। রবিবার ধৃতকে খাতড়া মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ৫ মে পর্যন্ত তাকে জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। অভিযোগকারীর আইনজীবী অশ্বিনী গোপ বলেন যে, খাতড়া কলেজের বি এ প্রথম বর্ষের ছাত্রী ২০১৫ সালে ডিসেম্বর মাসে ইন্দপুরের গ্রামে নদীর ধারে বনভোজনে গিয়েছিল। বন্ধু-বান্ধবীদের সঙ্গে ওই ছাত্রী সেখানে শিলাবতী নদীতে স্নান করার সময় এক বন্ধু সুমন ঘোষ গোপনে তার মেবাইলে অর্ধনগ্ন ছবি তুলে রাখে। ঘটনার দু-তিন মাস পর সেই ছবি সুমন ওই ছাত্রীকে দেখায়। তাকে বাধ্য করা হয় বিভিন্ন জায়গায় যেতে। সেখানে ছাত্রীটির সঙ্গে সুমন তার অন্য বন্ধুদেরও বিভিন্ন ছবি তুলতে বাধ্য করে। সেই ছবি দেখিয়ে সুমন মেয়েটিকে সহবাস করার প্রস্তাব দেয়। সেই প্রস্তাব ছাত্রীটি মেনে না নেওয়ায় অভিযুক্ত সুমন ও তার বন্ধুরা একটি জাল ফেসবুক আইডি খুলে সেখানে সেইসব ছবিগুলি পোস্ট করে। পরবর্তীতে সুমন ফোন করে ছাত্রীটির বাবার কাছে টাকার দাবি করে। টাকা না দিলে আরও ছবি ফেসবুকে ছেড়ে দেওয়া হবে বলে হুমকি দেয় তারা। ছাত্রীটির বাবা বাধ্য হয়ে সম্মানের ভয়ে টাকা দিতে রাজি হয়ে যান। তারপর গত ১৬ আগষ্ট ২০১৬ তারিখে তারা ইন্দপুরে ছাত্রীটির বাড়ি যায় তার বাবার কাছ থেকে টাকা আনার জন্য। সেখানে গিয়ে ১ লক্ষ টাকা দাবি করে সুমন। এতে ছাত্রীটি প্রতিবাদ করে। এই প্রতিবাদে সুমন আরও আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। ছাত্রীটির বাবার সামনেই তাকে জড়িয়ে ধরে সুমন। অশালীন আচরণ করে তারা। তারপর থেকে ফেসবুকে ছাত্রীটির বিভিন্ন ধরণের ছবি পোস্ট করতে থাকে। গত ২৮ আগষ্ট ছাত্রীটির বাবা ইন্দপুর থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে ইন্দপুর থানার পুলিশ তদন্তে নেমে গ্রেপ্তার করে সুমনকে। সুমনের বাড়ি ওন্দা থানার চণ্ডীপুরে। রবিবার মামলাটি খাতড়া আদালতে উঠলে অভিযুক্ত পক্ষের আইনজীবী শুভাশীষ দত্ত বলেন, তাঁর মক্কেল নির্দোষ। অন্যদিকে ছাত্রীটির আইনজীবী অশ্বিনী গোপ বলেন যে, এই ধরণের ঘটনা অত্যন্ত জঘন্য অপরাধ। তাই পুলিশ হেফজতে রেখে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করা দরকার। বিচারক দুই পক্ষের মতামত শুনে আগামী ৫ মে পর্যন্ত অভিযুক্তকে জেল হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেন।

বাঁকুড়ার পাত্রসায়রে গৃহবধূ খুনে গ্রেফতার স্বামী

নিজস্ব সংবাদদাতা, বিষ্ণুপুর ঃ বাঁকুড়ার পাত্রসায়রের ডান্না গ্রামে এক গৃহবধূকে খুনের অভিযোগ উঠল শ্বশুরবাড়ির লোকেদের বিরুদ্ধে। মৃতার নাম টগর মেটে (২০)। তাঁর বাড়ি ডান্না গ্রামেই। ঘটনায় রবিবার সকালে পুলিশ মৃতার স্বামী অসীম মেটেকে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, শনিবার বিকালে বাড়িতেই বধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। ঘটনায় মৃতার বাবা তাঁর জামাই সহ মেয়ের শ্বশুর ও শাশুড়ির বিরুদ্ধে পাত্রসায়র থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে রবিবার সকালে মৃতার স্বামী অসীম মেটেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এদিন বিষ্ণুপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ধৃতকে ১৪ দিন জেল হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দু'বছর আগে পাত্রসায়রের ডান্না গ্রামের বাসিন্দা পেশায় কৃষক অসীম মেটের সঙ্গে বর্ধমানের খণ্ডঘোষের বাসিন্দা হারু শী-এর মেয়ে টগরের বিয়ে হয়। তাঁরা প্রেম করে বিয়ে করেন। তাঁদের একটি সন্তানও রয়েছে। পরিবারের লোকেরা তাঁদের বিয়ে মেনে নিলেও পরবর্তীকালে বধূর বাপের বাড়ি থেকে যৌতুক হিসাবে টাকা দাবি করা হয়। বধূর বাবা সাধ্যমতো টাকাও দেন। কিন্তু তার পরেও টাকা আনতে চাপ দেওয়ায় বধূ তার প্রতিবাদ করেন। তাতেই পরিবারে অশান্তি শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত শ্বশুরবাড়ির লোকেরা বধূর উপর মানসিক ও শারীরিক অত্যাচার শুরু করে বলে অভিযোগ। সম্প্রতি তা চরমে পৌঁছায় এবং শনিবার বিকালে বধূকে খুন করে বাড়িতে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। ঘটনায় মৃতার বাবা ওইদিনই পাত্রসায়র থানায় মেয়েকে খুনের অভিযোগ দায়ের করেন। তার ভিত্তিতে পুলিশ রবিবার সকালে মৃতার স্বামী অসীমকে গ্রেপ্তার করেছে। মৃতার বাবা হারুবাবু বলেন, মেয়ে যাতে সুখে সংসার করতে পারে তার জন্য আমি বিয়ের সময় সাধ্যমতো যৌতুক দিয়েছিলাম। কিন্তু টাকার চাহিদা দিন দিন বাড়তে থাকে। তবে সরাসরি আমার কাছে না চাইলেও টাকা আনার জন্য এরা মেয়ের উপর চাপ সৃষ্টি করত। কিছুদিন আগে সেকথা মেয়ে আমাকে জানিয়েছিল। আমি পরে আরও কিছু টাকা দেব বলেছিলাম। কিন্তু তার আগেই ওরা মেয়েকে মেরে ফেলল। আমি দোষীদের চরম শাস্তি চাই।

পুরুলিয়া-বরাকর রাজ্য সড়কে মর্মান্তিক পথদুর্ঘটনায় মৃত ২, আহত ১১

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ মর্মান্তিক এক পথদুর্ঘটনার কবলে পড়ে মৃত্যু হলে বিয়েবাড়ি ফেরত একটি গাড়ির দুই যাত্রীর। ঘটনায় আহত হয়েছেন ওই গাড়ির চালক সহ ১৩জন যাত্রী। শনিবার রাত ২ টো নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে পুরুলিয়া-বরাকর রাজ্যসড়কের উপর পুরুলিয়ার নিতুরিয়া থানা এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত দু'জনের নাম শিবকুমার দাস (৩৫) এবং নীতিন সানডিল (৩৬)। দুজনেরই বাড়ি পুরুলিয়া শহরের ৪নং ওয়ার্ডের ভাটবাঁধ এলাকায়। দুজনেই পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের কনস্টেবল ছিলেন। এদের মধ্যে প্রথম জন বর্তমানে দুর্গাপুর আদালতের এক বিচারকের নিরাপত্তারক্ষী ও অন্যজন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাতে কর্মরত ছিলেন। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এদিন আসানসোলের একটি বিয়েবাড়ির অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে চালকসহ ১১জন একটি উইঙ্গার গাড়িতে পুরুলিয়া শহরে ফিরছিলেন। গাড়িটি ঝড়ের বেগে চলছিল। রাস্তায় নিতুরিয়া থানার সুভাষরোড ও মেকাতোলা রেলেগেটের মধ্যবর্তী এলাকায় রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি লরির পিছনে ধাক্কা মারে। বিকট শব্দে আশেপাশের লোকজনের ঘুম ভেঙ্গে যায়। ছুটে গিয়ে তাঁরা উদ্ধারের চেষ্টা করলেও গাড়িটি এমনভাবে দুমড়ে মুচড়ে যায় যে আক্রান্ত যাত্রীদের কোনভাবেই উদ্ধার করা যায় না।

অনেক চেষ্টার পর গাড়ির একাংশ কেটে ওই দুই পুলিশ কর্মীর মৃতদেহ উদ্ধার হয়। চালকসহ বাকি ১১জনকে উদ্ধার করে পুরুলিয়া সদর হাসপাতাল সহ অন্যান্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এদের মধ্যে চালক ও অন্য চারজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির বাঁকুড়া জেলা সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া ঃ শিক্ষকরা প্রকৃতপক্ষে সমাজ গড়ার কারিগর। ছাত্রছাত্রীদের এগিয়ে চলার পথ দেখান তাঁরাই। তাই শিক্ষকতা শুধুমাত্র আর পাঁচটা চাকরির মতো চাকরি নয়। শিক্ষকদের দায়িত্ব ও গুরুত্ব অপরিসীম। শনিবার বাঁকুড়া শহরে পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির বাঁকুড়া জেলা সম্মেলনের উদ্বোধনে এসে একথাই বললেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী শ্যামল সাঁতরা। তিনি বলেন, এই জেলায় প্রাথমিক শিক্ষকেরা তাঁদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করে চলেছেন। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় এই জেলায় ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন স্থান অর্জন করে চলেছে। এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ওন্দার বিধায়ক তথা তৃণমূলের জেলা সভাধিপতি অরূপ খাঁ, শালতোড়ার বিধায়ক স্বপন বাউরি, রাজ্য বীজ উন্নয়ন নিগমের ভাইস চেয়ারম্যান শুভাশীষ বটব্যাল এবং বাঁকুড়া জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের সভানেত্রী রিঙ্কু ব্যানার্জী এবং এসএসসি-র চেয়ারম্যান সেখ রিয়াজুল উদ্দিন সহ অন্যান্যরা। এই সম্মেলনের সভাপতি গৌতম গরাই ও সম্পাদক তরুণ পাত্র জানান যে, জেলায় ৩ হাজারেরও বেশি শিক্ষক-শিক্ষিকারা দুদিনের এই জেলা সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছিলেন। রবিবার ছিল এই সম্মেলনের শেষ দিন। তাঁরা বলেন, তৃণমূল সরকারের শিক্ষানীতি ও শিক্ষক নিয়োগ ইত্যাদি নিয়ে দুদিন ধরে সম্মেলনে আলোচনা হয়েছে। এই সম্মেলনে নতুন শিক্ষকদের উপস্থিতির হার ছিল লক্ষ্য করার মতো। জেলার তৃণমূল সমর্থিত অধ্যাপকেরাও এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। গৌতমবাবু বলেন, দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করার জন্য নতুন শিক্ষকদের প্রতি যে আহ্বান বিধায়ক অরূপ খাঁ জানিয়েছেন তা সফল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সাফাই খাতড়া থানার পুলিশের

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া ঃ বাঁকুড়ার খাতড়া মহকুমা এলাকায় ফের সাফাই অভিযানে নামলেন স্থানীয় থানার পুলিশ ও সিভিক ভলেন্টিয়াররা। শনিবার মিশন নির্মল বাংলা কর্মসূচির অধীনে খাতড়া থানার পুলিশ স্থানীয় স্কুলের ছাত্রছাত্রী ও ক্লাবগুলির সদস্যদের নিয়ে এই সাফাই অভিযানে নামে। হাসপাতাল চত্বরে নোংরা আবর্জনা তুলে সরিয়ে দেওয়া হয়। থানার আধিকারিকেরা নিজে এই সাফাই কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন। দহলা থেকে সাইকেলে চড়ে হাসপাতালে এসেছিলেন মহেশ্বর মুর্মু। তাঁর বক্তব্য, হাসপাতাল চত্বর আবর্জনায় ভরে উঠেছিল। সেই আবর্জনার মধ্যেই সাইকেল রাখতে হচ্ছিল। পুলিশের এই অভিযানে হাসপাতাল চত্বর আবর্জনা মুক্ত হয়েছে। খাতড়া থানার আধিকারিক অশোক মিশ্র বলেন, এই হাসপাতালে প্রতিদিন কয়েকশো রোগী ও তাঁর আত্মীয়রা আসেন। হাসপাতাল সাফাই কর্মীরা আন্তরিকভাবে এলাকা পরিষ্কার রাখার চেষ্টা করলেও তা সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাই পুলিশ সামাজিক দায়িত্ব হিসাবে এই কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এই কর্মসূচিতে পুলিশ ছাড়াও স্থানীয় স্কুলের ছাত্রাছাত্রী, বিভিন্ন ক্লাবের সদস্য ও সাধারণ মানুষ অংশ নেন। সামাজিক দায়িত্ব হিসাবে সমাজকে দূষণমুক্ত রাখতে আবর্জনা পরিষ্কার করা সবারই কর্তব্য। খাতড়া মহকুমা হাসপাতাল সুপার ডাঃ রমেশ কিস্কু বলেন, পুলিশের এই কর্মসূচি শুধুমাত্র হাসপাতাল চত্বর পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করবে না, এটা পরিবেশকেও দূষণমুক্ত রাখতে সাহায্য করবে।

ম্যালেরিয়া নির্মূলে উদ্যোগ বিষ্ণুপুর পুরসভার

নিজস্ব সংবাদদাতা, বিষ্ণুপুর ঃ ম্যালেরিয়ার প্রকোপ শুরুর আগে বিষ্ণুপুর পুরসভা বাড়ি বাড়ি গিয়ে সমীক্ষার কাজ শুরু করবে। ম্যালেরিয়া রোগ প্রতিরোধে রাজ্য সরকারের এই কর্মসূচিতে বিষ্ণুপুর পুরসভা সামিল হয়েছে। তার জন্য পুরসভার স্বাস্থ্য বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিককে মাথায় রেখে ১০ জন সুপারভাইজার ও ৯০ জন কর্মী নিয়ে কর্মসূচি শুরু হতে চলেছে। বিষ্ণুপুর পুরসভার ১৯টি ওয়ার্ডেই নিয়মিত হার্বিসাইট ও চুন ব্লিচিং ছড়ানো হয় বলে জানান পুর স্বাস্থ্য পরিদর্শক তুহিন শুভ্র কুণ্ডু। তিনি বলেন, বস্তি এলাকায় ধোঁয়া মেশিন চালানো হয়। মে মাসের শুরুতেই নিয়ম করে বাড়ি বাড়ি ঘুরবেন কর্মীরা। সকর্তবার্তা প্রচার ও রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের বিধি সম্বলিত লিফলেট বিলি করবেন। পুরসভা বেশিরভাগ ওয়ার্ডেই রাস্তা ও ড্রেনের সুবব্যস্থা থাকায় ম্যালেরিয়া ও ডেঙ্গুর আক্রমণ অনেক কম হবে বলে মনে করছেন পুরদপ্তরের মেডিকেল আধিকারিক অমল বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্যদিকে পুরসভার সবথেকে বড়ো ওয়ার্ড ১৯ নম্বর নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে। বিষ্ণুপুর পুরসভার বাসস্ট্যাণ্ড চত্বর হাউসিং কমপ্লেক্স সহ সমস্ত জল বের হয় একটি কাঁচা ড্রেনের মাধ্যমে। বৃষ্টি হলে নর্দমার জল ঢুকে পড়ে বলে অভিযোগ। পুরসভার চেয়ারম্যান শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেন, আগামী দিনে সমস্ত রাস্তার কাজ ও ড্রেনের কাজ হয়ে গেলে রাস্তার ধারে ভ্যাট বানিয়ে দেওয়া হবে। বিষ্ণুপুর জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের ডেপুটি সিএমওএইচ-২ তথা স্বাস্থ্য দপ্তরের নোডাল অফিসার অরবিন্দ হালদার বলেন, বিষ্ণুপুর পুরসভার ড্রেনগুলি স্বাস্থ্য সম্মত নয়। ২০০ মিটার অন্তর একটি করে ভ্যাট থাকা আবশ্যক। কিন্তু তা নেই। মশার আঁতুড়ঘর হল ড্রেনে জমে থাকা জল। তাই এই বিষয়ে পুরসভার আরও নজর দেওয়া উচিত।

ইন্দাসে রাস্তা সারাইয়ের দাবি বাসিন্দাদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, ইন্দাস ঃ বাঁকুড়ার ইন্দাস ব্লকের অন্তর্গত শান্তাশ্রম থেকে খোশবাগ পর্যন্ত পিচ রাস্তাটি হল ইন্দাস ব্লকের একটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা। ভোর থেকে রাত অবধি প্রতিদিন এই রাস্তা দিয়েই নানা ধরণের যানবাহন চলাচল করে। তাছাড়াও এই রাস্তা দিয়ে নিয়মিত কয়েকটি বেসরকারি বাসও চলাচল করে।

যেমন আরামবাগ-বর্ধমান। নিত্য যাত্রীদের নিয়ে এই খারাপ রাস্তার উপর দিয়েই যাতায়াত করতে হচ্ছে বর্তমান সময়ে। কিন্তু উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে প্রায় ১০ কিমি রাস্তা একেবারেই বেহাল হয়ে পড়েছে। এলাকার মানুষের অভিযোগ, সরকারের উদাসীনতার জন্যই এই রাস্তাটির বেহাল দশা। সমগ্র রাস্তাটিতেই খানাখন্দে ভরে গেছে। পিচ উঠে গিয়ে কোথাও কোথাও বড় গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। এই সময়ে কালবৈশাখীর ঝড়ের মধ্যে আর বৃষ্টির জলে রাস্তার গর্তগুলি জলে ভরে গিয়ে ভয়ঙ্কর অবস্থার তৈরি হচ্ছে। যার ফলে ওই রাস্তা দিয়ে চলাচলকারী বাস, লরি থেকে শুরু করে সাইকেল, মোটরসাইকেল সবাই গর্তে পড়ে দুর্ঘটনার সম্মুখীন হচ্ছেন। অতি শীঘ্রই সরকারি হস্তক্ষেপে এই রাস্তাটির সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ না করলে যে কোনও সময় বড়সড় দুর্ঘটনার আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে। বিগত বাম আমল থেকে এই রাস্তাটিতে এমন দূরাবস্থা হয়েই পড়ে আছে।

২০১১ সালে তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় আসার পরেও এই রাস্তাটির কোনও রকম উন্নয়ন হয়নি বলে এলাকার মানুষের অভিযোগ। প্রায় ২০-২২টি গ্রামের বাসিন্দারা একমাত্র যাতায়াতের জন্য এই রাস্তাটি ব্যবহার করেন। অতি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা হলেও বর্তমানে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে এলাকার মানুষেরা বিভিন্নভাবে জানিয়েও কোনও কাজ হয়নি বলে অভিযোগ। বিশাল এই এলাকার বাসিন্দাদের এই রাস্তা দিয়েই শহরে যাওয়ার জন্য ব্যবহার করে থাকেন। এছাড়াও ওই সব গ্রামের মানুষদের বিভিন্ন কর্মসূত্রে যাওয়ার জন্য ও স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েদেরও এই রাস্তা দিয়ে যেতে হয়।

শুধু তাই নয় ২০-২২টি গ্রামের বাসিন্দারা কোনও রোগীকে হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যেতে গেলে চরম দুর্ভোগের শিকার হতে হয় এই রাস্তাটির জন্য। অনেক সময় রাতবিরেতে কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে ও গর্ভবতী মহিলাদের বাচ্চা প্রসবের জন্য হাসপাতালেও ঠিক সময়ে পৌঁছানো যায় না। ঝুঁকি নিয়ে, জীবন হাতে করে এই রাস্তা দিয়েই যাতায়াত করতে হচ্ছে ওই সমস্ত গ্রামের মানুষদের। প্রসঙ্গত, উক্ত রাস্তাটির এখন যা হাল হয়েছে তাতে করে ভারি যানবাহন চলাচল তো দূরের কথা, মানুষ সাইকেল বা মটরসাইকেলে করে যাতায়াত করতেও অসুবিধায় পড়ছেন। এলাকার মানুষেরা দীর্ঘদিন ধরে দাবি জানিয়ে আসছেন রাস্তাটির সংস্কারের জন্য। কিন্তু এই বিষয়ে প্রশাসনের তরফ থেকে এখনও কোনও উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি বলে অভিযোগ। ইন্দাস ব্লক প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, রাস্তাটি ভালো করে সংস্কারের জন্য জেলা পরিষদে জানানো হয়েছে। জেলা পরিষদ থেকে রাস্তাটির অর্থও বরাদ্দ হয়েছে। খুব শীঘ্রই সংস্কারের কাজ শুরু হবে বলে আশা করা যায়।

আরামবাগের সর্ব বৃহত্তম লাইসেন্স প্রাপ্ত সংস্থা
আস্থা ডায়গনষ্টিক সেন্টার
ISO 9001 : 2015
আরামবাগ SD হাসপাতাল ও রবীন্দ্র ভবনের সন্নিকটে, হুগলী
Phone : 03211 255-718, 254-334, 9732707195, 9434302153
শুভ উদ্বোধন ৮ই জানুয়ারী ২০১৭ রবিবার
SIEMENS
SPIRAL / 32 SLICE 3D CT SCAN
বর্তমানে একই ছাদের তলায় আমাদের পরিষেবা
3D সি.টি. স্ক্যান (Whole Body) • ডিজিটাল এক্স-রে • এন্ডোস্কপি • এক্স-রে • N.C.V. • HORMONAL TEST • ই.সি.জি. • E.M.G. • AUDIOMETRI • ই.ই.জি

আরামবাগে সার্বিক স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে উদ্বেগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ আরামবাগ মহকুমার ব্লক প্রাথমিক হেল্‌থ সেন্টারগুলির স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে সাধারণ মানুষ বর্তমান সরকারকে দায়ী করছেন। আরামবাগ মহকুমার পুরশুড়া, খানাকুল, গোঘাট ও আরামবাগ ব্লকে যে সমস্ত প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি রয়েছে, ধীরে ধীরে সেগুলির স্বাস্থ্য পরিষেবার মান একেবারে তলানিতে ঠেকেছে বলে অভিযোগ এই সমস্ত ব্লকের বাসিন্দাদের। উল্লেখ্য, পুরশুড়ার ডিহিবাতপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্র, খানাকুলের রামচন্দ্রপুর, মাড়োখানা, আরামবাগের মলয়পুর, ডিহিবাগনান, সালেপুরসহ অন্যান্য ব্লকগুলির আরও বেশ কিছু স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিষেবা বেহাল হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে অভিযোগ। পরিকাঠামোগত দিক থেকে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে কিছুটা হাল ফিরলেও, স্বাস্থ্য পরিষেবার কোনও হাল ফেরেনি। ২০১১ সালে বিধানসভা নির্বাচনের পর মুখ্যমন্ত্রী হন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি প্রথমেই স্বাস্থ্য পরিষেবার হাল ফেরাতে উদ্যোগী হন। সেই মতো ঘোষণাও করেন, স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে কোনও গাফিলতি তিনি বরদাস্ত করবেন না। তাই শুরু হয় একের পর এক হাসপাতালে অভিযান। তিনি নিজেই সরেজমিনে ক্ষতিয়ে দেখতে যান এক হাসপাতাল থেকে আর এক হাসপাতালে। তারপরেই নড়ে চড়ে বসে স্বাস্থ্য দপ্তর। সেই উদ্যোগে কিছুদিন সঠিক প্রক্রিয়ায় নিয়মশৃঙ্খলা মেনে কাজ চললেও তারপরে আবার একই গতানুগতিকতা লক্ষ্য করা যায়। অভিযোগ উঠতে থাকে একের পর এক হাসপাতালে শিশু মৃত্যুর ঘটনা ও রোগীদের চিকিৎসায় গাফিলতির। তারপরেই রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফ থেকে বিভিন্ন হাসপাতালে শিশু মৃত্যু রোধের জন্য শুরু হয় বিভিন্ন প্রক্রিয়া। মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন, বেশিভাগ বড় হাসপাতালেই গড়ে তোলা হবে এস এন সি উ ইউনিট। সেই মতো মহকুমা হাসপাতালগুলি ও জেলা হাসপাতালগুলিতে এই ইউনিট শুরু হয়। সেই ক্ষেত্রে অনেকটাই শিশু মৃত্যুর হার কমে যায়। এই ইউনিটে উন্নতমানের চিকিৎসার মাধ্যমে সদ্যজাত শিশুদের ক্ষেত্রে অনেক সহায়তা হয়। এর পর চিকিৎসার গাফিলতির অভিযোগ ওঠে একের পর এক রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে। কোথাও রোগী মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ওঠে চিকিৎসকের বিরুদ্ধে অভিযোগ, হাসপাতাল ভাঙচুর ও বিক্ষোভ অবরোধ। এক্ষেত্রে রাজ্যে আইন তৈরি হয় সরকারি দপ্তরে ভাঙচুর চালালে অভিযুক্তদের আইনি পদক্ষেপে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। কিন্তু তারপরেও সারা রাজ্য জুড়েই এই ঘটনা অব্যাহত। হাসপাতালে কোনও রোগীকে ভর্তি করা হলে সেই রোগীর পরিবারের তরফ থেকে অভিযোগ উঠছে যে, দীর্ঘক্ষণ রোগীকে চিকিৎসা না করে বেডে ফেলে রাখেন চিকিৎসক। তাছাড়াও হাসপাতালের চিকিৎসকেরাও অনেকে হাসপাতাল ছেড়ে অন্যত্র প্রাইভেট প্র্যাকটিস করতে যান। সেখানে সেই চিকিৎসকেরা মোটা টাকা ফিজ নিয়ে রোগীদের চিকিৎসা করেন। সেখানে ভীড় থাকায় হাসপাতালে রোগীদের এসে চিকিৎসার জন্য দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষায় থাকতে হয় বলে অভিযোগ। এছাড়াও রাত্রে রোগীদের হাসপাতালে নিয়ে গেলে পরিস্থিতি এমন ভয়াবহের সৃষ্টি হয় যে দেখা যায় দীর্ঘক্ষণ ধরে ডাকাডাকি করেও চিকিৎসকেরা সময়ে রোগীকে দেখেন না। যার ফলে এক্ষেত্রেও একটা গাফিলতি লক্ষ্য করা যায়।

শুধু তাই নয়, অনেক সময় বাধ্য হয়েই রোগীদেরকে নিয়ে অন্য জায়গায় চিকিৎসার জন্য চলে যেতে হয়। এক্ষেত্রে কোনও গর্ভবতী মহিলাদের প্রসব যন্ত্রণা নিয়ে হাসপাতালে পৌঁছানোর পরে চিকিৎসা শুরু করার জন্য দাবি জানালে সেখানেও অনেকক্ষেত্রে পরামর্শ দেওয়া হয় কোনও বেসরকারি নার্সিং হোমে নিয়ে যাওয়ার জন্য। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যেখানে স্বাস্থ্য পরিষেবার হাল ফেরাতে এত উদ্যোগ গ্রহণ করছেন সেখানে হাসপাতালের চিকিৎসক ও অন্যান্য কর্মীদের বিভিন্ন রকম গাফিলতির কারণে রোগীদের ক্ষতি হচ্ছে। ব্লকের প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির হাল ফেরাতে বিভিন্নরকমভাবে পদক্ষেপ নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু সেই দিক থেকেও এই সমস্ত স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসকদের গাফিলতির অভিযোগ আজ নতুন নয়। কারণ প্রত্যন্ত গ্রামে এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলির উপরই নির্ভর করেন বাসিন্দারা। হঠাৎ করে কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে সেখানে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি থাকলেও তা চিকিৎসার ক্ষেত্রে কোনও কাজে আসে না। কারণ বেশিরভাগ সময়ই দেখা যায়, এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে সপ্তাহে একদিন বা দুদিন চিকিৎসক দ্বারা রোগীদের পরিষেবা দেওয়া হয়। বাকি সময় কোথাও ফার্মাসিস্ট আবার কোথাও নার্সিং স্টাফদের দিয়ে চিকিৎসা করানো হয়। যদিও স্বাস্থ্যদপ্তর সূত্রে জানা গেছে ব্লকের স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে পর্যাপ্ত চিকিৎসক না থাকায় রোগীদের পরিষেবা চালিয়ে যেতে তাঁরা এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছেন।